সুনামগঞ্জের সুনেত্র অনুসন্ধান কূপে এ মাসেই কাজ শুরু

গাজীপুরের কাপাসিয়া ও সুনামগঞ্জের সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্রে চলতি মাসেই নতুন দুটি অনুসন্ধান কূপ খনন করতে যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্স। (খবর: বিডি নিউজ)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপে-ারেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের (বাপেক্স) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুর্তজা আহমেদ ফারুক শুক্রবার বলেন, "কাপাসিয়া স্ট্রাকচারে ইতোমধ্যে রিগ স্থাপনের কাজ শেষ। আগামী সপ্তাহে খনন শুরু হবে।"

"আর এ মাসের শেষ দিকে সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনার সুনেত্র স্ট্রাকচারে নতুন অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে। সেখানে রিগ স্থানান্তরের কাজ চলছে", যোগ করেন তিনি।

আগামী মাসে কুমিল্লার শ্রীকাইলে আরেকটি কূপ খনন করা হবে বলে বাপেক্স এমডি জানান।

তিনি জানান, গাজীপুরের কাপাসিয়ায় প্রায় ২০০ লাইন কিলোমিটার দ্বি-মাত্রিক ভূতাত্ত্বিক জরিপ (টুডি সাইসমিক সার্ভে) চালিয়ে গ্যাস মজুদ থাকার প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায়।

জরিপের ফল বিশেষণে দেখা যায় সেখানে ৫৫০ থেকে ৬৬০ বিসিএফ (বিলিয়ন ঘন ফুট) গ্যাসের মজুদ থাকতে পারে। তবে এর মধ্যে ২৫০ থেকে ৩০০ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হতে পারে বলে মুর্তজা আহমেদ জানান।

এর আগে ২০০৪ সালে কুমিল্লার শ্রীকাইলে একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করলেও সেখানে কোনো গ্যাস পায়নি বাপেক্স। ওই ক্ষেত্রের পাশে নতুন স্থানে প্রায় ১৫০ লাইন কিলোমিটার দ্বি-মাত্রিক ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালিয়ে গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা গেছে এবার।

এছাড়া সুনামগঞ্জ-নেত্রকোণায় সুনেত্র ক্ষেত্রে প্রায় ৬০০ লাইন কিলোমিটার দ্বি-মাত্রিক ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালিয়েছে বাপেক্স। সেখানে দুই থেকে তিন ট্রিলিয়ন ঘটফুট (টিসিএফ) গ্যাসের মজুদ থাকতে পারে বলে কর্মকর্তারা আশা করছেন।

বিয়ানীবাজারে জনপ্রতিনিধিদের তোপের মুখে টিএইচও

বিয়ানীবাজার উপজেলার সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বেহাল দশা নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের তোপের মুখে পড়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা। এখানকার ৫০ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপেক্সটি বর্তমানে রোগীদের সেবার পরিবর্তে দুর্ভোগের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সসহ বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা ব্যবস্থার অনিয়ম নিয়ে এবার জনপ্রতিনিধিরা মুখ খুলতে শুরু করেছেন। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের সমন্বয় সভায় স্থানীয় চিকিৎসা সেবায় অনিয়ম নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের তোপের মুখে পড়েন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (টিএইচও) ডাঃ আব্দুস সালাম। তিনি সমন্বয় সভায় একটি বিষয় নিয়ে কটুক্তি করলে উপজেলার সবক'টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়োরম্যানরা তার উপর প্রচন্ড ক্ষোব্ধ হন। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি সমন্বয় সভা থেকে পালিয়ে যান। গত অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের আরেক সমন্বয় সভায়ও টিএইচও ডাঃ আব্দুস সালামের চিকিৎসা ক্ষেত্রে গাফিলতি ও অনিয়মের ব্যাপারে চেয়ারম্যানরা ক্ষোভ ঝাড়েন। তিনি এখানে টানা ২৪ বছর থেকে কর্মরত। অনিয়ম দুর্নীতির কারণে অনেকবারই তিনি বিতর্কের মুখে পড়েছেন।

এখানে সেবা গ্রহণের জন্য রোগীরা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করলেও সংশিষ্ট ডাক্তারের দেখা মেলে না। হাসপাতালে বিভিন্ন জরুরি যন্ত্রপাতি কর্মকর্তাদের অবহেলায় দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে। ১৪ লাখ টাকার আধুনিক এক্সরে মেশিনটি হাসপাতালের বারান্দায় বাক্সবন্দি অবস্থায় প্রায় দশ বছর থেকে পড়ে রয়েছে। হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তারদের সৃষ্ট প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এক্সরে মেশিনটি ব্যবহার উপযোগী করা হচ্ছে না বলে জানা গেছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোয় নোংরা পরিবেশ, ময়লা চাদর ও বিছানা, হাসপাতালের চারদিকে ময়লা-আবর্জনার স্তুপ জমে থাকায় অসহনীয় দুর্গন্ধে সুস্থ লোকও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এছাড়া রোগীদের মাঝে নিম্নমানের খাদ্য বিতরণ করা হয়।

জানা যায়, উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা নিজ নিজ ইউনিয়নের চিকিৎসা সেবা নিয়ে অভিযোগ উত্তাপন করেন। সভায় আলীনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ জানান, ডাক্তারদের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা বঞ্চিত হচ্ছে। চারখাই ইউপি চেয়ারম্যান মাহমদ আলী জানান, ডাক্তার ও কর্মচারীদের অব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ স্বাস্থ্য সেবা বঞ্চিত। কুড়ার বাজার ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আলকাছ আলী জানান, এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার ও নার্সদের পাওয়া যায় না। মুল্লাপুর ইউপি চেয়ারম্যান এম.এ অদুদ রোকন বলেন, নার্স কর্মচারী নিয়োজিত না থাকায় মুল্লাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। দুবাগ ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস ছালাম জানান, বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে চিকিৎসা সেবা নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে।

প্রকট আকার ধারণ করছে যানজট

পর্যটন নগরী সিলেটে যানজট মারাত্মক আকার ধারণ করছে। ইতিমধ্যে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা যানজট নিরসনে মহাপরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেও তা কার্যতঃ ফাইলবন্দি অবস্থায় রয়েছে। দিনে দিনে নগরের পরিধির সাথে বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যা। বাড়ছে জনসংখ্যাসহ নানা কর্মকান্ড। কিন্তু নগরায়ন হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে সিলেট এক ঘিঞ্জি নগরীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। সবকিছু নগরীর জিন্দাবাজার ও বন্দর বাজার কেন্দ্রিক গড়ে উঠায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে নগর জীবন। সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি

এই নগরীর পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের। সরকার থেকে এ দাবির প্রতি সবুজ সংকেত দেখানো হলেও সিলেটের উন্নয়নের মহাপরিকল্পনাও মহাজটে আটকে গেছে এমন মন্তব্য সিলেটের একাধিক মানুষের।

সিলেটকে অত্যাধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সিলেট সড়ক ও জনপদ বিভাগের নেয়া পরিকল্পনার ব্যয় ধরা হয়েছে ৯শ' ২৬ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সিলেটের যানজট নিরসনে নতুন কৌশল বের করার জন্য সংশিষ্টদের তাগিদ দিলে সিলেট সওজ নগরীর যানজট নিরসনে ২০ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে অর্থমন্ত্রীর কাছে জমা দেয়। প্রস্তাবিত পরিকল্পনার মধ্যে ফ্লাইওভার নির্মাণ, হাসান মার্কেট ভেঙ্গে বহুতল কার পার্কিং ভবন নির্মাণ ও ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে সুরমা নদীর নাব্যতা সৃষ্টি করে নৌচলাচলের পথ সুগম করা। এছাড়াও নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে বিরাজমান কিছু প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরে সেগুলো দূরীকরণের সুপারিশ করা হয়।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারটি সিলেট নগরীর শেখঘাট পয়েন্ট হতে ক্বিন ব্রিজের নিকট সুরমা মার্কেটের সামনে দিয়ে সিটি কর্পোরেশন পয়েন্ট ও কোর্ট পয়েন্ট হয়ে জিন্দাবাজার, চৌহাট্টা দিয়ে আম্বরখানা অতিক্রম করে শেষ হবে। এর কারিগরি নামকরণ করা হয়েছে 'এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে'। প্রস্তাবিত এলিভেটেড এক্সপ্রেস্ ওয়ে দিয়ে প্রতিদিন ৩০ হাজার যানবাহন চলাচলের সুবিধা থাকবে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি চলাচলের জন্য দুই লেন বিশিষ্ট প্রবেশ ও বহির্গমণ পথ এবং চারলেন বিশিষ্ট ভায়ডাক্ট থাকবে। এসব এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে'র প্রবেশ ও বহির্গমণ পথ থাকবে ৫টি। এর মধ্যে ক্বিনব্রিজ এপ্রোচ, জিন্দাবাজার, চৌহাট্টা, বন্দর বাজার ও আম্বরখানা পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে'র ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স ৫ দশমিক ৫০ মিটার, হরিজেন্টাল ক্লিয়ারেন্স ২৬ মিটার।

প্রস্তাবনায় কাজির বাজারে নির্মিতব্য সেতুর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, সুরমা নদীর নাব্যতা বাড়ানো, বাদাঘাট-বিমানবন্দর সড়ক সংযোগ, আম্বরখানা বাইপাস সড়ক চালু করার কথা বলা হয়েছে। বাইপাস সড়কটি লাক্কাতুরা চা বাগান হয়ে সিলেট-তামাবিল সড়কের টিলাগড় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এছাড়া এক্সপ্রেস ওয়েতে প্রথম পর্যায়ে শেখঘাট পয়েন্ট হতে শুরু করে বন্দর বাজার-জিন্দাবাজার-চৌহাট্টা-আম্বরখানা, দ্বিতীয় পর্যায়ে-শেখঘাট পয়েন্ট থেকে শুরু করে স্টেডিয়াম হয়ে চৌহাট্টা পর্যন্ত এবং ৩য় পর্যায়ে বন্দর বাজার থেকে শুরু করে নাইওরপুল-কুমারপাড়া-চৌহাট্টা পর্যন্ত করার কথা।

সওজ সূত্রে জানা গেছে, ৯শ' ২৬ কোটি টাকার এ পরিকল্পনার মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩শ ৬০ কোটি টাকা ও লিংক রোড নির্মাণে ১শ ৭১ কোটি টাকা এবং বিয়ানীবাজার গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণে ৩শ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এদিকে নগরীর কাজিরবাজার নামক স্থানে নির্মাণাধিন সেতুর নকশা পরিবর্তন করে ৩৯১ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ ও আম্বরখানা বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি গত ২০ডিসেম্বর একনেক কর্তক অনুমোদিত হয়েছে। এর ব্যয় ধরা হয়েছে ১শ ৮৯ কোটি টাকা।

সিলেট মহানগরীর যানজট নিরসনে রয়েছে ৬টি লিংক রোড। এর মধ্যে ফেঞ্চুগঞ্জ রোডের দাউদাবাদ হতে গোলাপগঞ্জ রোডের উপর দিয়ে তামাবিল রোড এবং লিংক রোড হিসেবে ওসমানী বিমানবন্দর তথা কোম্পানীগঞ্জ, ভোলাগঞ্জ রোডে সংযুক্ত হবে। এছাড়া ঐ রোড হতে লিংক এপ্রোচ দিয়ে লামাকাজি রোডে সংযুক্ত হয়ে ঢাকা-সিলেট বিশ্বরোডে এসে সংযোগ থাকবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মালবাহী ট্রাক ও অন্যান্য বড় বড় যানবাহন নগরীর অভ্যন্তর দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে যানজট অনেকাংশে দূর হবে। ইতিমধ্যে লিংক রোড নির্মাণের কিছু কাজ এগিয়ে গেলেও বেশীর ভাগ কাজ এখনো অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে আর্থিক সমস্যার কারণে অনেক কাজ শুরুই হয়নি। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন না ও হতে পারে এমন আশংকা করছেন অনেকেই।

এদিকে সিলেট নগরীকে যানজট মুক্ত করতে বর্তমান সরকারের বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধিন রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ২শ' কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ ও ওসমানী বিমানবন্দর বাইপাস সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, ৭৩কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট-সুলতানপুর-বালাগঞ্জ সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, ১৫কোটি টাকা ব্যয়ে রিকাবীবাজার-সুবিদবাজার সড়ক প্রশস্তকরণ, ৯৭কোটি টাকা ব্যয়ে শিবগঞ্জ-মেন্দিবাগ-কুশিঘাট-বিকেএসপি সড়ক নির্মাণ, ৯৪কোটি ৪৫লাখ টাকা ব্যয়ে সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের পারাইরচর নামক স্থান হতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের লালাবাজার পর্যন্ত বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, ২৯কোটি ৯৯লাখ টাকা ব্যয়ে গোলাপগঞ্জ-ঢাকাদক্ষিণ-ভাদেশ্বর সড়ক উন্নয়ন, ৩শ ৫২কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সিলেট-শেরপুর অংশ ৪লেনে উন্নীতকরণ, ৯কোটি ৫৩লাখ টাকা ব্যয়ে সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কের শহর অংশের ২কিলোমিটার ইন্টারসেকশন নির্মাণ।

সড়ক ও জনপথ এর নির্বাহী প্রকৌশলী শাহ মো. মুসা বলেছেন, ফ্লাইওভার ব্রিজ ও লিংক রোড নির্মিত হলে নগরীতে যানজট থাকবে না।

হামিদী ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

OISC

This firm is registered with the OISC to provide quality advice

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমরা পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করে থাকি

- এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স
- স্টুডেন্ট ভিসা / এক্সটেনশন
- ভিজিট ভিসা
- সেটেলমেন্ট ভিসা / স্পাউজ ভিসা / এক্সটেনশন / ন্যাচারালাইজেশন / ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ
- বিয়ের জন্য অনুমতি পত্র
- স্পনরশীপ ডিকলারেশন
- পাসপোর্ট নবায়ন
- লস্ট পাসপোর্ট
- নাম পরিবর্তন
- ডকুমেন্ট এটেসটেশন
- পাওয়ার অব এটর্নী
- ট্রান্সলেশন
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- ফটো এটাস্টমেন্ট
- চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশনের সহযোগিতা
- ইসলামিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট
- ইসলামিক ডিভোর্স সার্টিফিকেট।

Saleh Hamidi
LLB Hons.
(London Metropolitan University)

যোগাযোগ করুন
ছালেহ আহমদ হামিদী
1st Floor
259 Whitechapel Road
London E1 1DB
Tel: 0207 247 6100
Mob: 0795 738 2021
saleh-hamidi@hotmail.com

IMMIGRATION INSPECTION REPORT

- ফুড হাইজিন কোর্স
- ইমিগ্রেশন ইন্সপেকশন

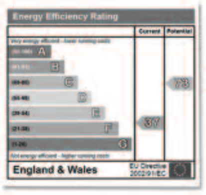

BRE Certification Limited
Energy Performance Certificate

UKAS PRODUCT CERTIFICATION 007

Call NOW
07932 597 126

Ahsan Hoque AIIRSM, Tech IOSH
124 Whitechapel Road, London E1 1JE